গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়
পানি সম্পদ পরিকল্পনা সংস্থা
৭২ গ্রিনরোড, ঢাকা।

প্রজ্ঞাপন

তারিখ : ১২ কার্তিক ১৪৩২ বঙ্গাব্দ/মঙ্গলবার, ২৮ অক্টোবর, ২০২৫ খ্রিস্টাব্দ

টাঙ্গুয়ার ও হাকালুকি হাওর সুরক্ষা আদেশ

যেহেতু কারিগরি কমিটি কর্তৃক পরিচালিত অনুসন্ধানের ভিত্তিতে নিম্নস্বাক্ষরকারীর নিকট প্রতীয়মান হয়েছে যে, বাংলাদেশ পানি আইন, ২০১৩ এর উদ্দেশ্য পূরণকল্পে ধারা-২২ এর অধীন নিম্নবর্ণিত জলাধার সংরক্ষণ করা আশু প্রয়োজন;

এবং যেহেতু সংশ্লিষ্ট এলাকার জনগণের শুনানি গ্রহণপূর্বক স্পষ্ট হয়েছে যে, উক্ত বিষয়ে আশু ব্যবস্থা গ্রহণ করা অত্যাবশ্যক;

সেহেতু নিম্নস্বাক্ষরকারী, বাংলাদেশ পানি আইন, ২০১৩ এর ধারা ২৭ এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে নিম্নবর্ণিত নির্দেশাবলি প্রতিপালনের জন্য সুরক্ষা আদেশ প্রদান করলো যা অবিলম্বে কার্যকর হবে যথা:

১.০ প্রস্তাবনা ও উদ্দেশ্য

টাঙ্গুয়ার ও হাকালুকি হাওর বাংলাদেশের উত্তর-পূর্বাঞ্চলে অবস্থিত আন্তর্জাতিকভাবে গুরুত্বপূর্ণ দুটি জলাভূমি এবং দেশের অন্যতম সংবেদনশীল জলজ বাস্তুতন্ত্র। টাঙ্গুয়ার হাওর রামসার সাইট হিসেবে আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি পেয়েছে এবং টাঙ্গুয়ার ও হাকালুকি উভয় হাওরই ১৯ এপ্রিল, ১৯৯৯ তারিখের প্রজ্ঞাপনে প্রতিবেশগতভাবে সংকটাপন্ন এলাকা হিসাবে ঘোষণা করা হয়েছে। জলচর পাখি, মৎস্য ও জলজ উদ্ভিদের আবাসস্থল হিসেবে এ হাওর দুটি জীববৈচিত্র্য, জীবন-জীবিকা ও সংস্কৃতির সঙ্গে গভীরভাবে সম্পৃক্ত। অনিয়ন্ত্রিত পর্যটন ও নৌচলাচল, অবৈধ বালু উত্তোলন, নিষিদ্ধ চায়না জালের ব্যবহার, জলজ বন ধ্বংস (Swamp Forest), অতিরিক্ত বালাইনাশক ও রাসায়নিক সারের ব্যবহার এবং বর্জ্য নিঃসরণসহ অন্যান্য কারণে এ দুটি হাওরের প্রতিবেশ মারাত্মক হুমকির সম্মুখীন। এ প্রেক্ষিতে, বাংলাদেশ পানি আইন, ২০১৩-এর ধারা ২২ ও ২৭ এর ক্ষমতাবলে এবং আন্তর্জাতিক অঙ্গীকার বাস্তবায়নের অংশ হিসেবে টাঙ্গুয়ার ও হাকালুকি হাওরের জন্য "টাঙ্গুয়ার ও হাকালুকি হাওর সুরক্ষা আদেশ" জারি করা হলো।

এ সুরক্ষা আদেশের উদ্দেশ্য হলো টাঙ্গুয়ার ও হাকালুকি হাওর এলাকার পরিবেশ, প্রতিবেশ ও জীববৈচিত্র্য সুরক্ষায় প্রয়োজনীয় বিধিবিধান প্রতিপালন নিশ্চিতকরণের মাধ্যমে একটি সমন্বিত ব্যবস্থাপনা কাঠামো গড়ে তোলা যা হাওর দুটির অনন্য বৈশিষ্ট্য, নৈসর্গিক আবেদন ও বাস্তুতন্ত্র রক্ষা করবে।

২.০ সুরক্ষা আদেশের আওতাভুক্ত এলাকার বিবরণ

ক. টাঙ্গুয়ার হাওর

জেলা	উপজেলা	ইউনিয়ন	মৌজা
সুনামগঞ্জ	মধ্যনগর	বংশীকুন্ডা উত্তর ও দক্ষিণ	• টাঙ্গুয়ার হাওর
	তাহিরপুর	শ্রীপুর (দক্ষিণ)	• মোয়াজ্জেমপুর
		শ্রীপুর (উত্তর)	• কিসমত মেন্দাতা • জগদীশপুর • লামাগাঁও • রাঙ্গাছড়াপূর্ব

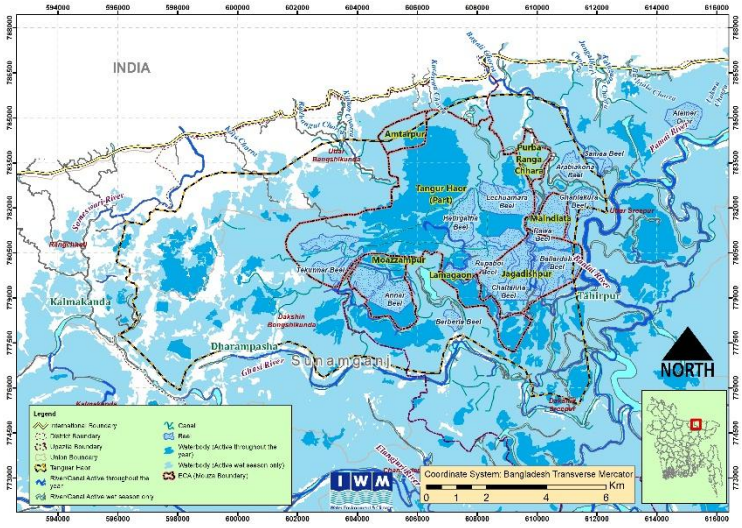

চিত্র: টাঙ্গুয়ার হাওর। আয়তন: ৯৭২৭ হেক্টর।

খ. হাকালুকি হাওর

জেলা	উপজেলা	ইউনিয়ন	মৌজা
মৌলভীবাজার	বড়লেখা	৭ নং তালিমপুর	• ইসলামপুর এসএ-৮৪/ আরএস-৯০ • জল্লার হাওর এসএ- ৮৭/ আরএস- ৯৪ • মুর্শিবাদকুরা এসএ- ৮৯/ আরএস- ৯৫ • হাকালুকি এসএ- ৮২/ আরএস-৮৯ • সিংজুরী এসএ-৮৮/ আরএস-৯২ • বড়ময়দান এসএ-৯০/ আরএস-৯৭ • হাকালুকি হাওর এসএ- ৮৫/ আরএস- ৯২ • দ্বিতীয়ারদেহী ১ম খন্ড
		২ নং দাসের বাজার ইউনিয়ন	• দ্বিতীয়ারদেহী ১ম খন্ড
		১ নং বর্নি ইউনিয়ন	• দ্বিতীয়ারদেহী ১ম খন্ড
		৯ নং সুজানগর	• আথনীকান্দি/৯৭ • বড়থল/১২৯ • সালদিগা/১৩১ • আমবাড়ী/১৩০ • তেরাকুড়ি/১০০ • বাঘমারা/৯৮ • সুজানগর/৯৯ • রাঙ্গাউটি/১২৬ • ফারুকবন্দ/১২৫
	কুলাউড়া	ভাটেরা	• হাওর/৫

জেলা	উপজেলা	ইউনিয়ন	মৌজা
		ভূকশিমইল	• কোরবানপুর • নবাবগঞ্জ • শশরকান্দি • মীরশংকর • রসুলপুর
	জুড়ী	জায়ফরনগর	• চাতলাহাওর/১৭
		পশ্চিমজুড়ী	• কালনীগড় • খাগটেকা
সিলেট	ফেঞ্চুগঞ্জ	৩নং ঘিলাছড়া	• গজুয়া-৩০ • উত্তর দেওতারা-২৯
	গোলাপগঞ্জ	১১ নং শরীফগঞ্জ	• কাদিপুর

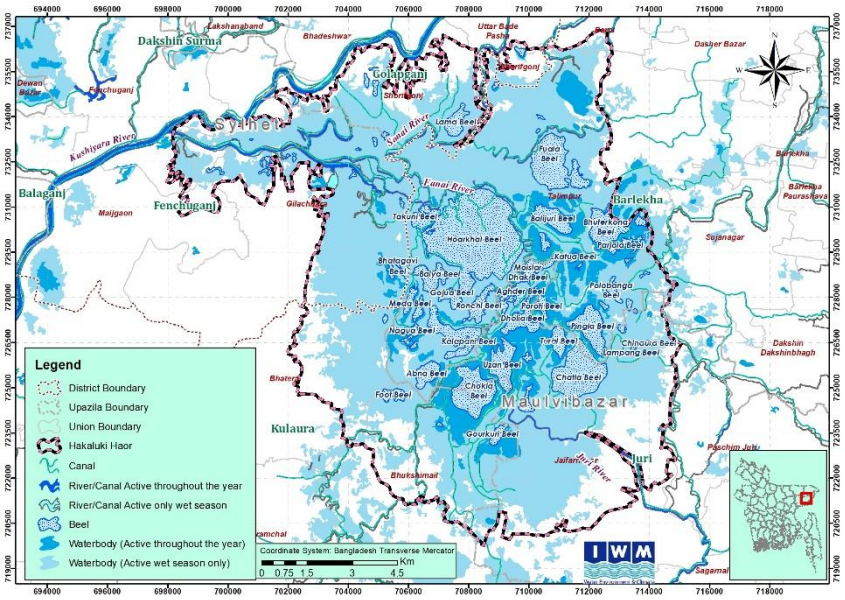

চিত্র: হাকালুকি হাওর। আয়তন: ১৮,৩৮৩ হেক্টর ।

৩.০ টাঙ্গুয়ার ও হাকালুকি হাওরে প্রতিপালনীয় বিধি-নিষেধ

ক. হাওর অঞ্চলে পাখি/পরিযায়ী পাখি শিকার, পরিযায়ী পাখি সমৃদ্ধ অঞ্চলে বাণিজ্যিকভাবে হাঁস পালন, গাছ কাটা এবং হাওরের জলজ বনের কোনোরূপ ক্ষতিসাধন সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ;

খ. হাওরের জলজ গাছের (হিজল, করচ ইত্যাদি) ডাল কেটে ঘের নির্মাণ বা মাছের আশ্রয়ের কাঁটা হিসেবে ব্যবহার করা নিষিদ্ধ;

গ. পর্যটক/হাউসবোট অভয়াশ্রম বা সংরক্ষিত হিসেবে ঘোষিত এলাকাসহ জেলা প্রশাসন, পরিবেশ অধিদপ্তর বা হাওর অধিদপ্তর কর্তৃক চিহ্নিত হাওরের সংবেদনশীল এলাকায় (যেমন পাখি বা মাছসহ জলজ প্রাণীর আবাসস্থল, প্রজনন কেন্দ্র বা বন্য প্রাণীর চলাচলের স্থান) প্রবেশ করতে পারবে না;

ঘ. সরকারের অনুমতি ব্যতীত বর্ণিত হাওর এবং এর ভূমির শ্রেণি পরিবর্তন করা যাবে না;

ঙ. পরিবেশগত ও সামাজিক প্রভাব নিরূপণ সাপেক্ষে সরকারের অনুমতি ব্যতীত হাওরের জলস্রোতের স্বাভাবিক প্রবাহ বিঘ্নিত করা যাবে না;

চ. হাওর এলাকায় ভূমি এবং পানির প্রাকৃতিক বৈশিষ্ট নষ্ট/পরিবর্তন করতে পারে এমন কাজ করা যাবে না;

ছ. শিক্ষা সফর ও বিদেশি পর্যটক পরিবহনের ক্ষেত্রে জেলা প্রশাসনের পূর্বানুমোদন গ্রহণ করতে হবে;

জ. অনুমোদনের শর্ত অনুযায়ী যাত্রী সংখ্যা নিয়ন্ত্রিত থাকবে। কোনো হাউসবোট/নৌযান যাত্রীসংখ্যার অধিক যাত্রী পরিবহন ও মাছ ধরার যন্ত্র/ইক্যুইপমেন্ট বহন করতে পারবে না এবং অনুমোদিত রুটের বাইরে যাওয়া যাবে না। জেলা প্রশাসন কর্তৃক নির্ধারিত স্থান ছাড়া অন্য কোথাও হাউসবোট/নৌযান নোঙর করতে পারবে না;

ঝ. দুর্যোগপূর্ণ আবহাওয়ায় পর্যটক পরিবহন সম্পূর্ণরূপে নিষিদ্ধ থাকবে। আকস্মিক ঝড়, প্রবল বৃষ্টিপাত বা বজ্রপাতের আশংকাকালীন পর্যটকদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে হবে;

ঞ. ট্যুর অপারেটর ও পর্যটকগণকে স্থানীয় কৃষ্টি ও সংস্কৃতির প্রতি যথাযথ সম্মান প্রদর্শন করতে হবে;

ট. হাউসবোটে/ নৌযানে উচ্চস্বরে গান-বাজনা, মাইক বাজানো ও কোন পার্টি আয়োজন করা যাবে না;

ঠ. হাউসবোট/ নৌযানের মালিক ও ট্যুর অপারেটরগণ তাদের পরিচালিত ট্যুরে শব্দ দূষণকারী অর্থাৎ উচ্চ আওয়াজ সৃষ্টিকারী ইঞ্জিন বা জেনারেটর ব্যবহারকে নিশ্চিতভাবে পরিহার করবে;

ড. হাউসবোটে/ নৌযানে একবার ব্যবহারযোগ্য প্লাস্টিক বহন করতে পারবে না;

ঢ. নিষিদ্ধ জালের ব্যবহার বা বৈদ্যুতিক শকের মাধ্যমে হাওরে মাছ শিকার করা নিষিদ্ধ;

ণ. যথাযথ কর্তৃপক্ষের অনুমতি ব্যতিত হাওরে বালু, পাথর বা মাটি ইজারা প্রদান ও উত্তোলন নিষিদ্ধ;

ত. শুষ্ক মৌসুমে হাওরের কোন জলাধারের পানি সম্পূর্ণভাবে নিঃশেষ করা যাবে না;

থ. ট্যুর অপারেটেরগণ ১০০ ফুট দৈর্ঘ্যের অধিক নৌযান/ হাউসবোট হাওরে পরিচালনা করতে পারবে না;

দ. হাওর এলাকা সংশ্লিষ্ট বসতবাড়ি, শিল্পপ্রতিষ্ঠান এবং অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের তরল ও কঠিন বর্জ্য হাওরে নির্গমন করা যাবে না;

ধ. হাওর অঞ্চলে পাকা সড়ক নির্মাণ পরিহার করতে হবে। তবে, জরুরি বা বিশেষ প্রয়োজনবোধে সড়ক নির্মাণের প্রয়োজন হলে যথাযথ কর্তৃপক্ষের অনুমোদন নিতে হবে এবং সরকার অনুমোদিত কর্তৃপক্ষের মাধ্যমে এরূপ নির্মাণ কার্য শুরুর পূর্বে অবশ্যই পরিবেশগত প্রভাব মূল্যায়ন (EIA) এবং সামাজিক প্রভাব মূল্যায়ন (SIA) সম্পাদন করতে হবে; এবং

উপরিউক্ত সুরক্ষা আদেশ প্রতিপালন করা বাধ্যতামূলক; সুরক্ষা আদেশের লঙ্ঘন পানি আইন, ২০১৩ অনুযায়ী দন্ডনীয় অপরাধ।

৪.০ টাঙ্গুয়ার ও হাকালুকি হাওর এলাকায় সুরক্ষা আদেশ কার্যক্রম বাস্তবায়ন ও পরিবীক্ষণ:

এ আদেশের বিধানাবলি বাস্তবায়ন ও পরিবীক্ষণ কার্যক্রম হাওর সুরক্ষা কার্যক্রম বাস্তবায়ন ও পরিবীক্ষণ কমিটি, পানি সম্পদ পরিকল্পনা সংস্থা (ওয়ারপো), বাংলাদেশ পানি বিধিমালা, ২০১৮ এ গঠিত সমন্বিত পানি সম্পদ উপজেলা/ইউনিয়ন কমিটি এবং সংশ্লিষ্ট দপ্তর/সংস্থাসমূহ প্রতিপালন করবে। এ ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় ও দপ্তর/সংস্থাসমূহ স্বল্প (০২ বছর), মধ্য (৫ বছর) ও দীর্ঘ (১০ বছর) মেয়াদি পরিকল্পনা গ্রহণ করবেঃ

ক্রমিক নং	কার্যক্রম	মেয়াদ	বাস্তবায়ন ও পরিবীক্ষণ
১।	পর্যটন মৌসুমের পূর্বেই হাউসবোট/ নৌযান/ ট্যুর অপারেটরগণ অনুচ্ছেদ-৫ এ বর্ণিত কমিটি/সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের নিকট থেকে প্রয়োজনীয় নিবন্ধন ও অনুমোদন গ্রহণ করবে;	স্বল্প মেয়াদি	***সুরক্ষা কার্যক্রম বাস্তবায়ন ও পরিবীক্ষণ কমিটি**; ট্যুর অপারেটর,

ক্রমিক নং	কার্যক্রম	মেয়াদ	বাস্তবায়ন ও পরিবীক্ষণ
২।	ট্যুর অপারেশনের ক্ষেত্রে পর্যটকসহ হাউসবোট/নৌযানের নিবন্ধন ও অনুমোদন গ্রহণের ব্যবস্থা করতে হবে;	স্বল্প মেয়াদি	***সুরক্ষা কার্যক্রম বাস্তবায়ন ও পরিবীক্ষণ কমিটি,*** স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান (ইউনিয়ন পরিষদ, পৌরসভা ইত্যাদি), হাউস বোট মালিক সমিতি, ট্যুর অপারেটর ও সংশ্লিষ্ট স্থানীয় প্রশাসন, ;
৩।	হাউসবোট/নৌযানের সার্বিক নিরাপত্তা নিশ্চিতকল্পে পর্যাপ্ত লাইফ জ্যাকেট, অগ্নি-নির্বাপক সরঞ্জামাদি মজুদ রাখতে হবে ও পরিধান নিশ্চিত করতে হবে এবং গ্যাস সিলিন্ডার ব্যবহারের নিরাপত্তা ব্যবস্থা নিশ্চিত করতে হবে;	স্বল্প মেয়াদি	হাউস বোট মালিক সমিতি, ট্যুর অপারেটর, ***সুরক্ষা কার্যক্রম বাস্তবায়ন ও পরিবীক্ষণ কমিটি***, সংশ্লিষ্ট স্থানীয় প্রশাসন;
৪।	জরুরি প্রয়োজনের ক্ষেত্রে যোগাযোগের নম্বর সম্বলিত তথ্য পর্যটকদের জানাতে হবে;	স্বল্প মেয়াদি	***ট্যুর অপারেটর,*** হাউস বোট মালিক সমিতি, ;
৫।	হাউসবোট/নৌযানগুলোতে পর্যটকদের জন্য আচরণবিধি দৃশ্যমান স্থানে প্রদর্শন করতে হবে এবং এর প্রতিপালন নিশ্চিত করতে হবে। ট্যুর শুরুর আগেই আচরণবিধি পর্যটকদের কাছে উপস্থাপন করবে;	স্বল্প মেয়াদি	***হাউস বোট মালিক সমিতি***, ট্যুর অপারেটর;
৬।	হাউসবোট/ নৌযানের মালিক ও ট্যুর অপারেটরগণ তাদের পরিচালিত ট্যুরে শব্দ দূষণ, প্লাস্টিক দূষণ ও যত্রতত্র বর্জ্য ফেলার বিরুদ্ধে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবে;	স্বল্প ও মধ্য মেয়াদি	***সংশ্লিষ্ট স্থানীয় প্রশাসন,*** ট্যুর অপারেটর, হাউস বোট মালিক সমিতি, পরিবেশ অধিদপ্তর;
৭।	হাউসবোট/ নৌযানের মালিক ও ট্যুর অপারেটর প্রতিটি ট্যুরে বর্জ্য ব্যবস্থাপনার পর্যাপ্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করবে;	স্বল্প, মধ্য ও দীর্ঘ মেয়াদি	***হাউস বোট মালিক সমিতি***, ট্যুর অপারেটর, সংশ্লিষ্ট স্থানীয় প্রশাসন;
৮।	পয়ঃবর্জ্য সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনার লক্ষ্যে প্রতিটি হাউসবোটে/ নৌযানে সেপটিক ট্যাংক স্থাপনের সম্ভাব্যতা এবং এ বিষয়ে দেশী-বিদেশি উত্তম চর্চা নিয়ে পর্যাপ্ত সমীক্ষা করে উপযুক্ত ব্যবস্থা নিতে হবে;	মধ্য ও দীর্ঘ মেয়াদি	***জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর***, ট্যুর অপারেটর, হাউস বোট মালিক সমিতি, পরিবেশ অধিদপ্তর, সংশ্লিষ্ট স্থানীয় প্রশাসন;
৯।	হাওরের পানি ও মাছের জন্য ক্ষতিকর রাসায়নিক সার ও বালাইনাশক ব্যবহার কার্যকরভাবে নিয়ন্ত্রণ করতে হবে এবং শিল্প/গ্রামীণ/শহরের বর্জ্য কার্যকরভাবে নিয়ন্ত্রণ করতে হবে;	স্বল্প ও মধ্য মেয়াদি	শিল্প মন্ত্রণালয়, ***কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর***, মৎস্য অধিদপ্তর, পরিবেশ অধিদপ্তর, সংশ্লিষ্ট স্থানীয় প্রশাসন;
১০।	গবেষণাপূর্বক ভারী ধাতুর উৎস চিহ্নিতকরণ ও নিয়ন্ত্রণের সুপারিশ প্রদান করতে হবে;	মধ্য ও দীর্ঘ মেয়াদি	***বাংলাদেশ পরমানু শক্তি কমিশন***, মৎস্য অধিদপ্তর, পরিবেশ অধিদপ্তর;
১১।	হাওর অঞ্চলে পানি প্রবাহে বাধা সৃষ্টি বা সংযোগ বিচ্ছিন্ন করে এমন স্থায়ী বাঁধ/স্থাপনা নির্মাণ পরিহারপূর্বক দেশী মাছের প্রাচুর্য বৃদ্ধিকল্পে হাওর দুটিতে প্রয়োজনীয় সংখ্যক মৎস্য অভয়াশ্রম গড়ে তুলতে হবে;	দীর্ঘ মেয়াদি	বাংলাদেশ হাওর ও জলাভূমি উন্নয়ন অধিদপ্তর, ***মৎস্য অধিদপ্তর***, স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর, বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড, সংশ্লিষ্ট স্থানীয় প্রশাসন;

ক্রমিক নং	কার্যক্রম	মেয়াদ	বাস্তবায়ন ও পরিবীক্ষণ
১২।	স্থানীয় নৌ-নির্মাণশিল্পের কারিগরদের নির্মাণ জ্ঞানের ধারাবাহিকতা ও কর্মসংস্থান সমুন্নত রাখার জন্য হাওরে কাঠের হাউসবোট নির্মাণে প্রণোদনা, উৎসাহ ও সহযোগিতা বাড়াতে হবে;	স্বল্প, মধ্য ও দীর্ঘ মেয়াদি	ট্যুর অপারেটর, হাউস বোট মালিক সমিতি, পরিবেশ অধিদপ্তর, ***সংশ্লিষ্ট স্থানীয় প্রশাসন**;
১৩।	হাওর দুটিতে বিদ্যমান জলজ বন সুরক্ষা করা, সুনির্দিষ্ট কর্মপরিকল্পনার অধীনে নতুন জলজ বন গড়ে তোলা এবং সংরক্ষণ করতে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।	স্বল্প ও মধ্য মেয়াদি	বন অধিদপ্তর ও ***জেলা প্রশাসন**।
১৪।	জরুরি বা বিশেষ প্রয়োজনে হাওর অঞ্চলে পাকা সড়ক নির্মাণের ক্ষেত্রে নির্মাণ কাজের পূর্বেই পর্যাপ্ত সমীক্ষা কার্যক্রম গ্রহণপূর্বক কর্তৃপক্ষের অনুমোদন গ্রহণ করতে হবে।	স্বল্প, মধ্য ও দীর্ঘ মেয়াদি	সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ, স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর, বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড, ওয়ারপো ও ***বাংলাদেশ হাওর ও জলাভূমি উন্নয়ন অধিদপ্তর**।

- তারকা চিহ্নিত বিভাগ/ দপ্তর/ পরিদপ্তর/ অধিদপ্তর/ প্রতিষ্ঠানসমূহ বর্ণিত কাজ বাস্তবায়নের উদ্দেশ্যে নিজস্ব বাজেট থেকে বরাদ্দ রাখবেন।

৫.০ হাওর সুরক্ষা কার্যক্রম বাস্তবায়ন ও পরিবীক্ষণ কমিটি

এ আদেশের বিধানাবলী বাস্তবায়ন ও পরিবীক্ষণের লক্ষ্যে সংশ্লিষ্ট জেলাসমূহের জন্য নিম্নরূপ 'টাঙ্গুয়ার ও হাকালুকি হাওর সুরক্ষা কার্যক্রম বাস্তবায়ন ও পরিবীক্ষণ কমিটি' গঠন করা হলো:

৫.১ কমিটির গঠন

ক্রমিক	পদের নাম	কমিটিতে অবস্থান
১.	জেলা প্রশাসক (সংশ্লিষ্ট)	সভাপতি
২.	জেলা পুলিশ সুপার (সংশ্লিষ্ট)	সদস্য
৩.	উপপরিচালক, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর	সদস্য
৪.	জেলা মৎস্য কর্মকর্তা	সদস্য
৫.	নির্বাহী প্রকৌশলী, বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড	সদস্য
৬.	বিভাগীয় বন কর্মকর্তা (সংশ্লিষ্ট জেলা)	সদস্য
৭.	উপজেলা নির্বাহী অফিসার (সংশ্লিষ্ট)	সদস্য
৮.	উপপরিচালক, পরিবেশ অধিদপ্তর	সদস্য
৯.	স্থানীয় পরিবেশবাদী/হাওর সংশ্লিষ্ট বেসরকারি সংগঠন/ সুশীল সমাজের প্রতিনিধি (১ জন) [জেলা প্রশাসক কর্তৃক মনোনীত]	সদস্য
১০.	উপ-পরিচালক, বাংলাদেশ হাওর ও জলাভূমি উন্নয়ন অধিদপ্তর (মহাপরিচালক কর্তৃক মনোনীত)	সদস্য সচিব

৫.২ কমিটির কার্যপরিধি

কমিটি সুরক্ষা আদেশের প্রতিপালন নিশ্চিত করতে নিম্নে উল্লিখিত দায়িত্বগুলো পালন করবেঃ

ক. এ সুরক্ষা আদেশের প্রচার, বাস্তবায়ন, পরিবীক্ষণ এবং সুরক্ষা আদেশ অমান্যকারীর বিরুদ্ধে আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ করবে;

খ. কমিটি হাওর দুটিতে পর্যটন মৌসুমে পরিচালনা করা যাবে এমন সর্বোচ্চ হাউসবোট/ নৌযানের সংখ্যা নির্ধারণ করবে;

গ. নির্ধারিত ফরমে প্রাপ্ত আবেদন বিবেচনা করে হাউসবোট/নৌযান চলাচলে অনুমোদন প্রদান করবে, ট্যুর অপারেটর ও হাউসবোট/ নৌযানের নিবন্ধন প্রদান করবে, হাউসবোট/ নৌযানের মালিকদের তালিকা সংরক্ষণ করবে, নৌ-রুট, নৌ-ঘাট ও নোঙর স্থান নির্ধারণ করবে, সর্বোচ্চ পর্যটক সংখ্যা ও হাওরে হাউসবোট/ নৌযান রাখার স্থান নির্ধারণ করবে;

ঘ. অনধিক ১০০ ফুট দৈর্ঘ্যের নৌযান/ হাউসবোট হাওরে পরিচালনা, নিবন্ধন ও অনুমোদন দেওয়ার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবে;

ঙ. পর্যটন নিয়ন্ত্রণের লক্ষ্যে ট্যুর অপারেটর, হাউসবোট/নৌযান মালিক ও প্রশাসনের সমন্বয়ে সেল/ডেস্ক স্থাপন ও প্রয়োজনে ট্যুর অপারেটরের সাথে সমন্বয় করে নিয়ন্ত্রিত টিকেটিং এর ব্যবস্থা গ্রহণ করবে;

চ. প্রতিদিনের জন্য নির্ধারিত সংখ্যক নৌযান ও পর্যটক প্রবেশ অনুমোদন প্রদান এবং নির্ধারিত নৌ-রুট অনুযায়ী নৌযান/ হাউসবোট চলাচল নিশ্চিত করবে;

ছ. নিধারিত ফরমে প্রতিটি ট্যুরের পর্যটকদের প্রয়োজনীয় তথ্য সংগ্রহ করবে। অনুমোদিত সংখ্যার বাইরে হাউসবোট/নৌযান পরিচালনা করলে, অতিরিক্ত যাত্রী পরিবহন করলে নিবন্ধন ও অনুমোদন বাতিলসহ প্রয়োজনীয় শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করবে;

জ. হাউসবোট/ নৌযানের বর্জ্য ব্যবস্থাপনার জন্য হাউসবোট/ নৌযানের মালিক ও ট্যুর অপারেটরদের সহায়তায় এবং সরকারি-বেসরকারি অংশীজনের সহযোগিতার ভিত্তিতে পরিবেশ সম্মতভাবে বর্জ্য ব্যবস্থাপনা (পয়ঃবর্জ্যসহ) পরিকল্পনা গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করবে;

ঝ. পর্যটকদের সার্বিক নিরাপত্তা নিশ্চিত করবে। সংশ্লিষ্ট পেশাজীবীদের সাথে সমন্বয় করে হাওরের প্রতিবেশের জন্য হুমকিস্বরুপ কৃষি ও মৎস্য কার্যক্রম নিয়ন্ত্রণ করবে এবং প্রয়োজনীয় কর্মপরিকল্পনা ও প্রশিক্ষণের মাধ্যমে উপযুক্ত বিকল্পের ব্যবস্থা করবে;

ঞ. হাওর দুটিতে বিদ্যমান জলজ বন সুরক্ষা করা, সুনির্দিষ্ট কর্মপরিকল্পনার অধীনে নতুন জলজ বন গড়ে তোলা এবং সংরক্ষণ করতে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবে;

ট. হাওর প্রতিবেশের জন্য ক্ষতিকর কার্যক্রম নিয়ন্ত্রণ এর জন্য নিয়মিত অভিযান পরিচালনা করবে;

ঠ. প্রতি মাসে অন্তত একটি সভা অনুষ্ঠান এবং সভার কার্যবিবরণী বাংলাদেশ হাওর ও জলাভূমি উন্নয়ন অধিদপ্তরে প্রেরণ করবে;

ড. কমিটি পর্যটন মৌসুমে (মে-নভেম্বর) প্রতি মাসে অন্তত দুইবার সভা আয়োজন করবে এবং সভায় গৃহীত সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নে মাঠ পর্যায়ে পরিদর্শন, মোবাইল কোর্ট পরিচালনাসহ যাবতীয় কার্যক্রম বাস্তবায়ন করবে;

ঢ. টাঙ্গুয়ার ও হাকালুকি হাওরে প্রতিপালনীয় বিধি-নিষেধ বাস্তবায়নে অন্যান্য প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণ করবে;

ণ. এ সুরক্ষা আদেশ প্রতিপালনের স্বার্থে কমিটি প্রয়োজনীয় সংখ্যক উপ-কমিটি গঠন করতে পারবে এবং নতুন সদস্য কো-অপ্ট করতে পারবে;

কমিটি এ সুরক্ষা আদেশ বাস্তবায়নের স্বার্থে প্রয়োজনবোধে সংশ্লিষ্ট উপজেলা ও ইউনিয়ন পর্যায়ের জন্য বাংলাদেশ পানি বিধিমালা, ২০১৮ এর ১৫ ও ১৬ বিধিতে বর্ণিত যথাক্রমে 'উপজেলা সমন্বিত পানি সম্পদ ব্যবস্থাপনা কমিটি' ও 'ইউনিয়ন সমন্বিত পানি সম্পদ ব্যবস্থাপনা কমিটি' সমূহকে প্রয়োজনীয় নির্দেশনা প্রদান করতে পারবে।

স্বাক্ষরিত/-
মোহাম্মদ লুৎফুর রহমান
মহাপরিচালক
পানি সম্পদ পরিকল্পনা সংস্থা
পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়